ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার নাগরভিটা সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক এক বাংলাদেশীকে হত্যার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দক্ষিণ দোয়ারী গ্রামের হাজেরা খাতুন ও মৃত ইয়াজ উদ্দীনের ছেলে মোঃ হাজিরুল ইসলাম (২৭) কে বালিয়াডাঙ্গী নাগরভিটা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নাগরভিটা সীমান্তের অপর পাশে রয়েছে ভারতের উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর থানার তিনগাঁও সীমান্ত। বাংলাদেশের ৩০ বিজিবির সি কোম্পানী কমান্ডার বরকত উল্লাহ অধিকারকে বলেন যে, তিনগাঁও বিএসএফ ফাঁড়ীর ইন্সপেক্টর কাপুর সিং ১ সেপ্টেম্বর পতাকা বৈঠকের সময় তাঁকে জানান, হাজিরুল ইসলাম ভারতের তিনগাঁও সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া কাটতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে ফলে তিনি মারা যান। যদিও ডাক্তার, গোসলদানকারী ব্যক্তি কেউই নিহত হাজিরুলের শরীরে কোন গুলির চিহ্ন দেখেননি। বরং তাঁরা জানান হাজিরুলের মাথার পেছনে থেঁতলানো ছিল, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাঁকে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে–

- হাজিরুলের আত্মীয়- স্বজন
- লাশের ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- লাশের গোসলদানকারী ব্যক্তি এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

নিহত মোঃ হাজিরুল ইসলাম (ছবিঃ সংগৃহীত)

মোসাম্মত দুলালী বেগম (১৯), হাজিরুলের স্ত্রী

মোছাম্মত দুলালী বেগম অধিকারকে জানান, তাঁর স্বামী হাজিরুল একজন দরিদ্র বর্গাচাষী। ৩১ আগস্ট ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.০০ টায় হাজিরুল দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। কিন্তু ঐ রাতে তিনি বাড়িতে ফেরেননি। ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ ভোর আনুমানিক ৬.০০ টায়, অপরিচিত এক লোক তাঁকে জানান যে, বিএসএফ তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলেছে। তিনি পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, লাশটি বাংলাদেশীর বলে সনাক্ত হবার পর বিএসএফ সদস্যরা তাঁর স্বামীর লাশ ভারতে নিয়ে যায়। সেখানে লাশের ময়না তদন্ত শেষে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৩০ টায় নাগরভিটা সীমান্ত ফাঁড়ী বিজিবি ক্যাম্প থেকে বালিয়াডাঙ্গী থানার পুলিশ সদস্যরা তাঁর স্বামীর লাশ ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার সময় তিনি তাঁর স্বামীর লাশ দেখতে পান। তিনি দেখেন, তাঁর স্বামীর লাশের মাথার পেছন দিকে থেঁতলানো রয়েছে।

মোঃ শহীদুল ইসলাম (৩২), হাজিরুল ইসলামের ভাই

মোঃ শহীদুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় তাঁর মায়ের কাছ থেকে জানতে পারেন হাজিরুল বিএসএফ এর গুলিতে মারা গেছে। ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তিনি ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে যান এবং লাশের ময়না তদন্ত শেষ হলে পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে লাশ নিয়ে বাড়ি ফেরেন। ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.০০ টায় হাজিরুলের লাশ ভাঙ্গাপুকুর গোরস্থানে দাফন করা হয় বলে তিনি জানান।

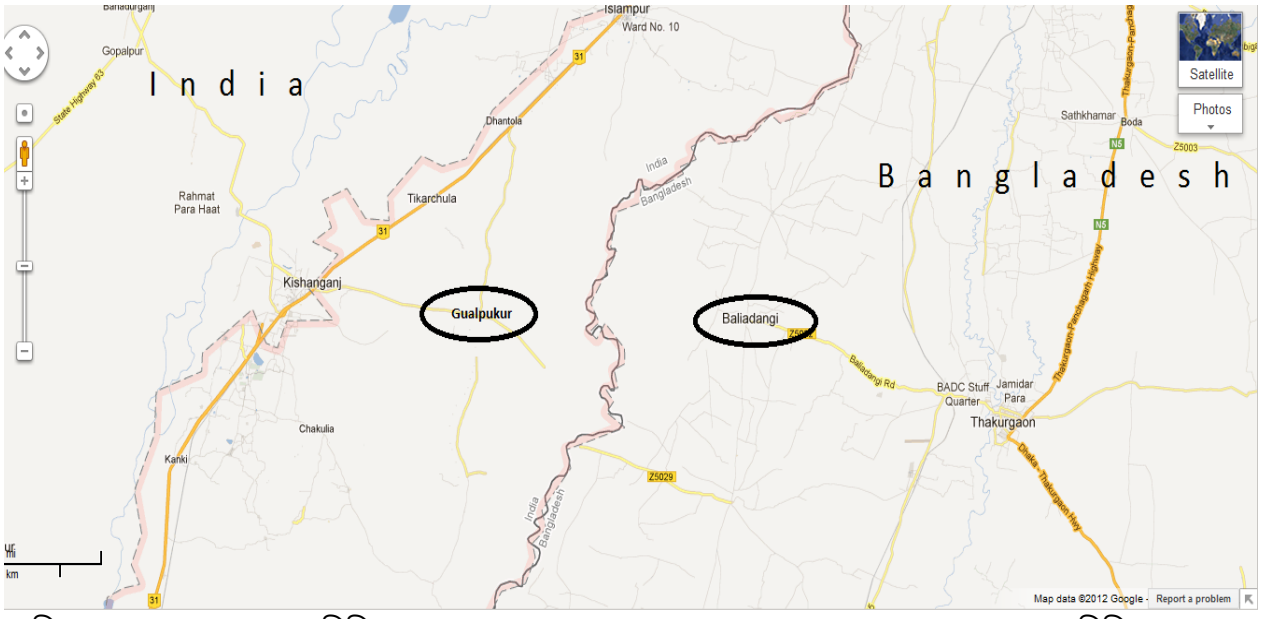

ছবিতে বাম পাশে গোল চিহ্নিত জায়গা ভারতের গোয়ালপুকুর এবং ডান পাশে গোল চিহ্নিত জায়গা বাংলাদেশের বালিয়াডাঙ্গী থানা।

মোঃ বরকত উল্লাহ, কোম্পানী কমান্ডার, নাগরভিটা বিজিবি সীমান্ত ফাঁড়ী, ৩০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঠাকুরগাঁও

মোঃ বরকত উল্লাহ অধিকারকে জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তিনি একটি গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি সেটা টহলরত বিজিবি সদস্যদের জানান। টহলরত বিজিবি সদস্যদের দেয়া তথ্যে তিনি সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, ৩৭৬ নম্বর মেইন পিলারের ৪ নম্বর সাব পিলার থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরে কাঁটা তারের বেড়ার কাছে একটি লাশ পড়ে আছে। তখন তিনি সকাল ৮.০০ টায় তিনগাঁও বিএসএফ ক্যাম্পে পতাকা বৈঠকের জন্য একটি চিঠি পাঠান। সকাল ৯.৩০ টায় ৩৭৬ নম্বর মেইন পিলারের ৪ নম্বর সাব পিলার থেকে ১০ গজ দূরে নাগর নদীর ওপারে ভারতের সীমানায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন তিনি এবং বিএসএফ সদস্যদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তিনগাঁও ক্যাম্পের ইন্সপেক্টর কাপুর সিং। ইন্সপেক্টর কাপুর সিং তাঁকে জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় একটি লোক সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া কাটার জন্য গিয়েছিল। তখন বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করলে তিনি মারা যান বলে ইন্সপেক্টর কাপুর সিং জানান। এরপর তিনি দক্ষিণ দোয়ারী গ্রামের চারজন লোক নিয়ে ঐ লাশের কাছে যান এবং তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে হাজিরুল হিসেবে সনাক্ত করেন। এরপর বিএসএফ সদস্যরা হাজিরুলের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ভারতে নিয়ে যায়। ময়না তদন্ত শেষে ঐদিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় ভারতের গোয়ালপুকুর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর সঞ্জিব মার্মা বিএসএফ সদস্যদের মাধ্যমে হাজিরুলের লাশ ফেরত পাঠায়। লাশটি তিনি

গ্রহণ করে বালিয়াডাঙ্গী থানার এসআই আনোয়ারুল করিমের কাছে হস্তান্তর করেন। মোঃ বরকত উল্লাহ অধিকারকে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে চলে যায় তবে তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনা উচিত। বাংলাদেশের কোন নাগরিককে বিএসএফ সদস্যরা হত্যা করতে পারে না।

নাগর নদীর ওপারে গোল চিহ্নিত জায়গায় কাঁটা তারের বেড়ার কাছে হাজিরুলের লাশ পড়েছিল। (ছবিঃ অধিকার ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২)

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তৌহিদুল ইসলাম, অধিনায়ক, ৩০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঠাকুরগাঁও

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল তৌহিদুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৪.০০ টায় কোম্পানী কমান্ডার মোঃ বরকত উল্লাহ তাঁকে জানান, রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় সীমান্তে গুলির শব্দ হয়েছে। সে সময় তিনি কম্পানীর কমান্ডার বরকত উল্লাহকে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশ দেন। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় বরকত উল্লাহ তাঁকে জানান, দক্ষিণ দোয়ারী গ্রামের হাজিরুল নামের এক ব্যক্তি বিএসএফ এর গুলিতে মারা গেছেন। হাজিরুলের লাশ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে বললে মোঃ বরকত উল্লাহ লাশ ফেরত এনে পুনরায় ময়না তদন্ত করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন।

পুলিশ এসআই মোঃ আনোয়ারুল করিম, বালিয়াডাঙ্গী থানা, ঠাকুরগাঁও

এসআই মোঃ আনোয়ারুল করিম অধিকারকে জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় ৩০ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন এর নাগরভিটা ক্যাম্পের সদস্যদের মাধ্যমে জানতে পারেন, ভারত সীমান্তে নাগর নদীর ওপারে এক বাংলাদেশীর লাশ পড়ে আছে। সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় তিনি নাগরভিটা সীমান্ত ফাঁড়ী ক্যাম্পে যান।

সেখানে থেকে তিনি বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের ৩৭৬ নম্বর মেইন পিলারের ৪ নম্বর সাব পিলারের কাছে যান এবং দেখতে পান, ভারতীয় সীমানায় কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। সেখানে বিজিবি ও বিএসএফএর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে তিনি নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে (নদীতে পানি কম ছিল) নদী পার হয়ে ঐ লাশের কাছে যান। তখন বিজিবির কোম্পানীর কমান্ডার বরকত উল্লাহর মাধ্যমে জানতে পারেন, ওই লাশটি দক্ষিণ দোয়ারী গ্রামের হাজিরুলের। বিএসএফ সদস্যরা হাজিরুলের লাশটিকে ময়না তদন্তের জন্য ভারতে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় ভারতের উত্তর দিনাজপুর এর গোয়ালপুকুর থানার তিনগাঁও বিএসএফ ক্যাম্প সদস্যরা নাগরভিটা সীমান্ত ফাঁড়ীর বিজিবি সদস্যদের মাধ্যমে হাজিরুলের লাশ ফেরত দেয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়না তদন্ত শেষে লাশ মৃত হাজিরুলের ভাই শহিদুলকে বুঝিয়ে দেয়।

ডাঃ মির্জা আসগর আলী, আধুনিক সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁও

ডাঃ মির্জা আসগর আলী অধিকারকে জানান, ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় বালিয়াডাঙ্গী পুলিশ সদস্যরা হাজিরুল নামে এক ব্যক্তির লাশ হাসপাতালের মর্গে আনেন। আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ মাহমুদ হাসান এবং মেডিকেল অফিসার মোঃ সায়েদুজ্জামানকে নিয়ে তিনি দুপুর আনুমানিক ১২.৩০ টায় লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন। যার নম্বর ৭৪; তারিখ- ২/৯/২০১২। তিনি জানান, হাজিরুলের মাথার পেছনে থেঁতলানো ছিল এবং পিঠের মাঝখানে ধারালো অস্ত্রের এক ইঞ্চি গভীর

ক্ষত ছিল। যার দৈর্ঘ্য অর্ধ ইঞ্চি এবং প্রস্থ অর্ধ ইঞ্চি হবে বলে জানান। তিনি আরো জানান, গুলির কোন চিহ্ন তিনি হাজিরুল এর শরীরে দেখতে পাননি। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ ময়না তদন্তের প্রতিবেদন বালিয়াডাঙ্গী থানায় জমা দিয়েছেন। মাথার পেছনে আঘাতের ফলে হাজিরুলের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

মোঃ রকিবুল ইসলাম (৩০), হাজিরুল ইসলামের লাশের গোসলদানকারী ব্যক্তি

মোঃ রকিবুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় এলাকাবাসীর কাছে জানতে পারেন, বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে হাজিরুল মারা গেছেন। বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় শহীদুলের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, হাজিরুলের লাশ বাড়িতে আনা হয়েছে। তিনি হাজিরুলের বাড়িতে যান এবং লাশের গোসল সম্পন্ন করেন। তিনি দেখেন, লাশের মাথার পেছনে থেঁতলানো রয়েছে।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক আশঙ্কাজনক হারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ঘটনায় অধিকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অধিকার এই ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ঘটনা আমলে নেবার আবেদন জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে বাংলাদেশ সরকারকে তার নাগরিকদের বিএসএফ এর হাতে নিহত বা নির্যাতিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য সত্যিকার ভাবেই সচেষ্ট হতে হবে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে ভিক্টিম বা তাঁর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

-সমাপ্ত-